১৬-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা যেমন সবাইকে সুখ দেন, তোমরা বাচ্চারাও ফুল হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান কর, কাউকে কাঁটার মতো খোঁচা (দুঃখ) দিওনা । সবসময় খুশিতে থাক"

প্রশ্ন :-- বাবা যখন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন, কোন্ কোন্ মধুর শব্দ আর বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন ?

উত্তর :-- মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা সবসময় খুশি আর সন্তুষ্ট থাক তো ? এমন মিষ্টি কথা শিববাবার মুখেই শুনতে ভালো লাগে । কতখানি স্নেহ নিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা রাজী খুশি আছ তো ! কেননা বাবা জানেন বাচ্চারা এখন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে । মায়া শক্তিশালী হয়ে পিছনে সরিয়ে দেয়, এগোতে দেয়না, আর তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা মায়াজীত হয়েছ ? সবসময় সমর্থ উস্তাদ (ঈশ্বর) স্মরণে থাকে কি ? খুশিতে আছ তো ?

গীত : ---- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা ••••

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । শিব কোনও শরীরের নাম নয় । এই ব্রহ্মাকে কেউ ভগবান বলতে পারে না। ব্রহ্মাও বলেন শিব ভগবানুবাচ । ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব । রচয়িতা পিতা মূলবতনবাসী নিশ্চয়ই উঁচ্চ থেকে উচ্চতর হবেন । ব্রহ্মা -বিষ্ণু-শঙ্করকেও উঁচু থেকে উঁচু বলা হয়না । উচ্চ থেকে উচ্চতর রচয়িতা এক শিববাবাই। বাচ্চারা জানে, উঁচু থেকে উঁচু বাবার কাছ থেকেই আমরা বর্সা নিতে এসেছি । ঐ বাবা স্বর্গের রচয়িতা, এখন বাবা সামনে বসে আছেন । মাতা-পিতা ও তো চাই । তমৈব মাতাশ্চ পিতা •••• গীত আছে । এখন শিববাবা স্বয়ং বলছেন, আমি এই শরীরে (ব্রহ্মা) এসে মুখ বংশাবলী রচনা করি । মাতা ছাড়া তো বংশাবলী রচিত হবে না। ব্রহ্মাই হলেন মাতা, কিন্তু এই মাতা পালন করতে পারেন না। ইনি তো পিতৃরূপে, মাতৃরূপ চাই।
ইনি হলেন দাদা (ব্রহ্মা)। এই গুহ্য রমণীয় কথা বুঝতে হবে । এটা তো বাচ্চারা জানে, আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, একে অ্যাডপশন্ (দত্তক) করা বলে । কুখ বংশাবলীদের (মাতৃ গর্ভে জন্ম) অ্যাডপশন করা বলা হয়না । মুখ দ্বারা বলে তুমি আমার, একে বলে মুখ বংশাবলী । যেমন সন্ন্যাসীকে বলবে তুমি আমার গুরু আর ওরা বলবে তুমি আমার শিষ্য, সুতরাং ওরা মুখ দ্বারা বলা কথাকে অনুসরণ করে, ওরা হলো মুখের ফলোয়ার্স । মুখ দ্বারা উৎপত্তি । ওদের কুখ বংশাবলী বলা হবে না । এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন, শঙ্করাচার্যের পিতা কে ? যিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁকে পিতা বলবে ? না । শঙ্করাচার্যের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা এসে প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপনের জন্য। যেমন পরমপিতা পরমাত্মা এনার শরীরে প্রবেশ করেছেন, ঠিক তেমনই শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা প্রবেশ করে, মুখ বংশাবলী রচনা করেছেন, তারপর তারা মুখ বংশাবলী হয়ে অনুসরণ করে, ওনার দ্বারাই ধর্ম স্থাপন হয়। যেমন ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হয় । প্রতিটি কথা বাবা এসে বুঝিয়ে বলেন । শিববাবা এমন বলবে না যে, আত্মারা আমার মুখ বংশাবলী । শিববাবা আসেন, এসে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন ।
শিববাবা এনার মুখ দ্বারাই বলেন -- তুমি আমার । বাচ্চারা ও তারপর বলে বাবা, তুমি আমাদের । ব্রহ্মা দ্বারাই তোমরা বাচ্চা হতে পার। শিববাবা বলেন, বাচ্চারা মনে রেখ, বর্সা তোমরা আমার

কাছ থেকেই পাবে, ব্রহ্মার কাছ থেকে পাবে না, একদমই পাবে না । স্বর্গের রাজধানীর বর্সা আমার কাছ থেকেই পাবে । স্বর্গের রচয়িতা আমি , আমাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে হেভেনলি গড ফাদার বলবে না । এনাকে মাস্টার ক্রিয়েটার বলা হয় । আর উনি হলেন বাবা । কি ক্রিয়েট (রচনা) করেন ? স্বর্গ রচনা করেন । কার দ্বারা রচনা করেন ? মুখ্য বাচ্চা হলেন ব্রহ্মা । তারপর হল ওনার পৌত্র,পৌত্রিরা । একজন হল রুহানী বাবা, অপর জন শরীর ধারী বাবা । এখন নিরাকার রুহানী বাবা কিভাবে এসেছেন? নিশ্চয়ই শরীর চাই, এমনতো নয় যে, শিববাবা সাগরের মধ্য দিয়ে পাতার উপর আঙুল চুষতে চুষতে আসবেন? শরীরতো চাই তাই না! গায়নও আছে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, সুতরাং ব্রহ্মারও পিতা চাই । ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব, তাই বাবা বলেন, তোমাদের ব্রহ্মা বা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই । এনাদের দ্বারা তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ হয় । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সরস্বতী প্রথম নম্বরে চলে গেছেন । জগৎ-অম্বার অনেক বড়ো মেলা উদযাপন হয়, কেননা ব্রহ্মচারী পবিত্র হয় । পবিত্রতা নামকে কত উজ্জ্বল করে তোলে । জগৎ অম্বার নাম ব্রহ্মাকে দেওয়া যাবে না । জগৎ অম্বাকে অবশ্যই প্রয়োজন, তা নাহলে বাবা কিভাবে রচনা করবেন । বাবাই বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চাতো অনেক তাই না! বলা হয় রুক্মিণী, সত্যভামা আরও অনেককেই দৌড় করিয়েছিল অর্থাত্ আপন (নিজের) করেছিল । এভাবে অনেক নাম বলা হয়েছে। আটায় যেটুকু নুন থাকে, তার মতো করে (ওই নুন টুকুই সত্য, বাকি সব বানানো), নানান কথা বলা হয়েছে । মহাভারী মহাভারত যুদ্ধের কথাও শাস্ত্রে গায়ন আছে । তারপর তাকে বলবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ । এটাই রিহার্সাল হতে থাকবে । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ।

এখন বাচ্চারা জানে, এই লড়াই এখন জোরদার হবে, তা নাহলে মৃত্যু কিভাবে ঘটবে ? যাদব ও কৌরব কুলের বিনাশ ঘটবে, বাকি পান্ডবকুলই শুধু থাকবে । তোমরা পান্ডবকুলেরাই বসে আছ । তোমাদের বুদ্ধিতে গীতা জ্ঞান আছে । বাবা বসে সব শাস্ত্রের সারমর্ম বুঝিয়ে দেন । সাক্ষাত্কার করান । স্বয়ং জানেন তাই তো সাক্ষাত্কার করান তাই না ! যা কিছু শাস্ত্র বেদ ইত্যাদি তোমরা পড়েছে, আমি তার সার বোঝাই । আমারই সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি ভগবদ্গীতা । আমি রাজযোগ শেখাই, সেটাই পরে বসে গ্রন্থ তৈরি করে । আমিই এসে তোমরা বাচ্চাদের যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান করি, রাজযোগ শেখাই। যুদ্ধ হলো মায়ার সাথে । ওরা তো স্থূল যুদ্ধের ময়দান দেখিয়েছে । যে প্রধান তারই বায়োগ্রাফি তৈরি করে । তোমাদের মধ্যেও মুখ্য কে - কে সেটাও বলে । এখানে বরাবর মুখ্য হলেন সরস্বতী । ব্রহ্মাও আছেন যিনি এই যজ্ঞের স্থাপনা করেছেন, আর যারা এই যজ্ঞের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছেন তাঁরাও নম্বর অনুযায়ী প্রিয় হয়ে গেছেন । বলবে অমুক দ্বারা অনেকে কাঁটা থেকে কলি আর কলি থেকে ফুল হয়েছে । যে ভালো ভাবে ধারণ করে, তাকেই ফুল বলে। কাঁটা তাকেই বলে, যে অপরকে দুঃখ দেয় । কাঁটার কাজ দুঃখ দেওয়া । ঐ কাঁটা (হদের গুল্ম) জড় । এই কাঁটা হলো হিউম্যান । বাবা বলেন, আমি তোমাদের ফুল বানাই, ফুল একে অপরকে অগাধ সুখ প্রদান করে । ওখানে তো পশুও একে অপরকে সুখ দেয় তাই বলা হয় বাঘ ও গরু একত্রে জলপান করে অর্থাত্ দুঃখের চিহ্নটুকুও নেই । ঐ অবস্থা এখন বাচ্চাদের ধারণ করতে হবে । সত্য যুগে তো তোমরা প্রালব্ধ ভোগ কর, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । পুরুষার্থ ছাড়া কিছুই হবে না । বাবা বলেন, শুধুই আমাকে স্মরণ কর । ব্রহ্মা তো এমন বলবে না। ইনি বলেন বর্সা তোমরা বাবার কাছ থেকেই পাবে, মায়ের কাছ থেকে নয়, যদিও জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়ে দেন তথাপি বর্সা তাঁর কাছ থেকেই পাবে, যাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে । ওনার (ব্রহ্মা) আত্মাকেও

আমার কাছে আসতে হবে, সুতরাং আমাকেই স্মরণ কর । স্মরণের যাত্রার উপরেই সব নির্ধারিত । অল্ফ পেয়েছি মানে সর্ব প্রাপ্তি । অল্ফ অর্থাত্ আল্লাহ (ঈশ্বর)। ঈশ্বর অর্থাত্ পিতা । বাচ্চা পিতার কাছেই জন্ম নেয় । বাচ্চারা পিতাকে পেয়েছে অর্থাত্ সর্ব প্রাপ্তি লাভ করেছে । বাবার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্তি হলো। সেকেন্ডে পুরো প্রপার্টি প্রাপ্তি লাভ হয় । জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে সেকেন্ডে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । এই বাবা বলেন, আমি তোমাদের মালিক বানাই, নিজে হইনা । উনি সবসময়ই কর্মাতীত । আমাদের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, নতুন কর্ম সম্বন্ধ জুড়তে হবে আর তাই পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থ করান বাবা । এ হলো আশ্চর্যজনক কথা । বাবা বসে বোঝান আর সব গুরুরা মানুষ । আমি মানুষ রূপে জন্ম নিই না । আমারতো শরীরই নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্ম আবরণ আছে । তাঁদের দেবতা বলা হয় , আমাকে তো দেবতা বলবে না । উঁচু থেকে উঁচু ভগবান বলবে । গাওয়া হয় "তমেব মাতাশ্চ পিতা তমেব •••" উনিই হলেন মাতা, বাবা অ্যাডপ্ট করেন । মাতাদের সেবা করেন, তাই তাঁর নাম জগৎ অম্বা । শিববাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। এরা হলো মুখ বংশাবলী । এনাকে (ব্রহ্মা) রথ বানিয়ে রচনা করেন । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নামে পরিচিত, কিন্তু ব্রহ্মা থেকেতো বর্সা পাওয়া যাবে না । ব্রহ্মার কাছে কি আছে , কিছুই তো নেই । দেহ সহিত সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছেন । ব্রহ্মা তো বেগার (ভিক্ষুক) । সর্ব ধর্মানি পরিত্যজ মামেকম্ শরণং ব্রজ •••" আমরা তো আত্মা, বেহদ বাবার সন্তান । এ কথা এনার আত্মা বলে । বাবাও বলেন - এ আমার মুরুব্বি বাচ্চা, কিন্তু প্রজা তো মাতা দ্বারাই সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী রচিত হয়। তোমরা সব ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণীরা পুরুষার্থ করছ । তোমরা ব্রাহ্মণদের ও এমনই মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে । বাবা কতো মিষ্টি, এরকমই মিষ্টি হতে হবে ।
বাবা কতো স্নেহ দিয়ে বলেন, মিষ্টি মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, কতো ভালোবেসে বলেন, বাচ্চারা খুশিতে আছ তো!

বাবা এও জিজ্ঞাসা করেন, কখনও মায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ো না তো ! মায়ার তুফান অনেক আসবে । বক্সিংয়ে হেরে যাওয়া উচিত নয় । শক্তিশালী মাস্টার এখানে বসে আছেন । মায়াও কম নয়, কিন্তু এমন তো নয় যে মায়া সবাইকে পরাজিত করবে । এখন তো তোমরা জান শক্তিশালী কে ? তিনি একজনই - শক্তিশালী ব্রহ্মা, যিনি বরাবর মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছেন । তিনি হলেন মেল (পুরুষ) । তারপর নম্বর অনুযায়ী তোমরা গঙ্গারা আছ । মেল্স (পুরুষ) অনেক আছে । জগদীশ, সঞ্জয় আছে, অন্যদের বোঝানোর মতো তাদের খুব ভালো দক্ষতা আছে। এ হলো সামরিক । কমান্ডার-ইন-চিফ, মেজর, জেনারেল ইত্যাদি আরও অনেক আছে । কিন্তু এরা হলো ছদ্মবেশে আধ্যাত্মিক বাহিনী । তুলনা তো আছে না! ওরা কৌরব পান্ডবদের ভুল ভাবে তুলনা করেছে । এখন বাবা বলছেন যাচাই কর। আমার সুমত "শ্রীমতে" চলো । জন্ম জন্মান্তর ধরে কুমতে চলেছ । এ হলো সুমত । শাস্ত্রে লেখা আছে পাখিরা সাগরের জল নিঃশেষ করেছে । পাখিরা থোড়াই সাগর নিঃশেষ করতে পারে ? তোমরা বাচ্চারাই হলে সেই পাখি, জ্ঞান ভূ - ভূ করতে থাক । তোমরা জ্ঞান সাগর পুরোই নিঃশেষ করে দাও । ওঁনার কাছ থেকে বর্সা নিয়ে সব কিছুই প্রাপ্তি করে নাও । বাবার জন্য তোমরা রাজত্ব কিছুই রাখো না । তোমরা সব কিছু নিঃশেষ করে নিয়ে নাও। পুরো খাজানা তাঁর কাছ থেকে নাও । সব রত্ন তোমরা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তি কর। ঐ স্প্যারোরা শরীর ধারী পাখি ছিল না । তোমরাই ছিলে সেই স্প্যারো, যারা জ্ঞান রূপী সাগর নিঃশেষ করেছ । ওরা কোন্ কাহিনী পাখিদের সাথে মিশ্রিত করে বলে দিয়েছে । তিনি তোমাদের রত্ন

(জ্ঞান) প্রদান করেন । কোথায় জ্ঞান রত্ন আর কোথায় সাগরের জল দেখিয়ে দিয়েছে । বিস্তর ব্যবধান আছে জ্ঞান রূপী রত্ন আর সাগরের জল নিঃশেষ করার মধ্যে, যা ওরা দেখিয়েছে। ইনি হলেন জ্ঞান সাগর, জ্ঞান রত্ন । রূপ বসন্তের গল্পও তোমার শুনেছ । তোমরা জান রূপ হলেন বাবা আর এনার (ব্রহ্মা) মাধ্যমে এসেই রত্ন প্রদান করে থাকেন। আর কেউ এর মূল্য দিতে পারে না । এ হলো জ্ঞান যার দ্বারা বহু উপার্জন হয় । বাবা এই মুখ দ্বারা তোমাদের রত্ন প্রদান করেন । বাবা হলেন রূপ, জ্যোতি স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর নিশ্চয়ই জ্ঞানই শোনাবেন । জ্যোতি স্বরূপ তোমরাও, কিন্তু জ্ঞানের সাগর একজনই । উনিই এসে রাজযোগ শেখান । প্রথমে ব্রহ্মা, তারপর তোমরা বাচ্চাদের বসে জ্ঞান শোনান । বাচ্চাদের রূপ বসন্ত তৈরি করেন । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঝুলি একবারই এসে পরিপূর্ণ করে দেন । সাধু ইত্যাদিরা বলে ঝুলি ভর্তি করে দাও । ভক্তি মার্গের ঝুলিতে কি আছে ? কিছুই তো নেই, শুধু চেয়ে যায় । এ হলো বুদ্ধি রূপী ঝুলি । স্মরণেই পবিত্রতা, তাই পাত্র (আত্মা) শুদ্ধ হতে হবে । ব্রহ্মচর্যেই জ্ঞান সুন্দর ভাবে ধারণ হয় । ওখানে তো সব ছোট বাচ্চা । এখানে তো বৃদ্ধ, জোয়ান সব আছে । যোগ দ্বারাই বর্তন (আত্মা) শুদ্ধ পবিত্র হয় । বুদ্ধির তালা খুলে যায় । তোমরা জান আমরা বাচ্চাদের যুদ্ধের ময়দানে প্রধান কে ? ব্রহ্মা, দ্বিতীয় স্থানে মাম্মা সরস্বতী । এনার নাম অনেক উঁচুতে । তাঁর নাম উজ্জ্বল করতে হবে । ব্রহ্মা তো গুপ্ত রূপে । মাম্মার নাম শক্তি সেনা রূপে পরিচিত । জগৎ অম্বা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী । এনার মাম্মা তবে কে ? এইসব গুহ্য কথা এখনই শোনানো হয় । নিশ্চয়ই প্রথম কল্পেও শুনিয়েছিলেন, তাই তো বলেন, গুহ্য (গোপনীয়) কথা শোনাতে থাকি । বাচ্চা তো অনেক আসবে । শেষ পর্যন্ত অনেক বৃদ্ধি পাবে, বিঘ্নও অনেক আসবে, কিন্তু সৃষ্টি রূপী ঝাড় অবশ্যই ফলীভূত হবে । কেউ কিং অফ ফ্লাওয়ার । যেমন মালার উপর বাবা - রূপ, ঠিক তেমনই তোমরাও হলে - রূপ ; শুধু বসন্ত নও । এখন বাবা রূপ- বসন্ত হয়ে এসেছেন, তোমাদের নিজের মতো করে তৈরি করতে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার সেবা কর, বাবার সমান রূপ-বসন্ত হতে হবে ।

২) সমর্থ ওস্তাদের (ঈশ্বর) সুমত-এ (শ্রীমত) চলে মায়ার উপর বিজয়ী হয়ে জগৎ জীত হতে হবে । কখনও হার খাওয়া উচিত নয় ।

বরদান :- প্রত্যেকের স্বভাব সংস্কারকে জেনে, সংঘাতের পরিবর্তে নিরাপদ থাকতে সমর্থ স্বরূপ মাস্টার নলেজফুল ভব

কোনও পরিস্থিতিকে ছোট করা বা বাড়তে দেওয়া, এটা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। অন্যের স্বভাব সংস্কার সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে, নলেজফুল আত্মা কখনও সেই স্বভাব সংস্কারের সাথে টক্কর খাবেনা । যেমন কেউ যদি জানতে পারে, এখানে গর্ত বা পাহাড় আছে তবে সে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে, পাহাড় বা গর্তের সাথে ঠোক্কর খাবেনা, ঠিক তেমনই তোমরাও পরিস্থিতি থেকে

নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ হয়ে যাও। কোনও কাজ থেকে বিমুখ হয়ো না (নিজেকে সরিয়ে নিওনা), বরং নিজের নিরাপত্তার শক্তি দ্বারা অন্যদেরও নিরাপত্তা দেওয়া -- এটাই হলো নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।

স্লোগান :- উড়তি কলার অনুভব প্রাপ্তি করতে হলে সবসময় ভাগ্য আর ভাগ্যবিধাতার স্মরণে থাক ।